গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, ঢাকা
িিি.যরহফঁঃৎঁংঃ.মড়া.নফ

স্মারক নম্বর- ১৬.০৫.০০০০.০০৫.১৬.০৭৯.২১.৩৯৪

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪২৯ ব.
০৩ অক্টোবর ২০২২ খ্রি.

বিষয়: ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর-১৬.০০.০০০০.০২০.১৬.০০২.২২.৩৩৮, তারিখ: ০৬ অক্টোবর ২০২২।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রস্তুত করত এতৎসঙ্গে সংযুক্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ০৮ ফর্দ।

(ডা. দিলীপ কুমার ঘোষ)
সচিব
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ফোন: ২২৩৩৬৭৪৪৯
যরহফঁঃৎঁংঃনফ@ুধযড়.পড়স

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

রূপকল্প (Vision) :

হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission) :

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালনা, সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান এবং হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পের্ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রসার।

২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি (Functions):

হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও অবকাঠমোগত উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করাই হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান কাজ। মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৫ সদস্যের একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।

২৭.০৯.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভায় বক্তব্য রাখছেন মননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান, এমপি

(ক) ২০২১-২২ অর্থবছরে ট্রাস্ট তহবিল থেকে প্রায় ১৫০০টি হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ০৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রায় ১২০০ জন অসচ্ছল ব্যক্তিকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া হিন্দু জনগোষ্ঠীল প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ৩ কোটি টাকা দেশের প্রায় ৮,০০০টি পূজা মণ্ডপে প্রদান করা হয়।

অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের একটি চিত্র

শারদীয় দুর্গাপূজায় অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের একটি চিত্র

(খ) বৃত্তি প্রদান: হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে এ বছরই প্রথম মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রী) ২৫০০ ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা করে নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

(গ) জাতীয় দিবস দিবস উপলক্ষ্যে ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিশেষ আলোচনা ও প্রার্থনা সভার আয়োজন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের বিশেষ প্রার্থনা সভা

২৬ মার্চের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি

জন্মাষ্টমী ২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান

(ঘ) অন্যান্য কাজ: হিন্দু জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিভিন্ন সময়ে হঠাৎ ঘটে যাওয়া হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যেও কাজ করে থাকে।

- পবিত্র গীতাপাঠ প্রতিযোগিতা:

রংপুরে পবিত্র গীতা পাঠ প্রতিযোগিদের চিত্র

- তীর্থভ্রমণ:

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে তীর্থ ভ্রমণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এবছর দেশের মধ্যে তীর্থভ্রমণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

তীর্থ ভ্রমণে তীর্থযাত্রীগণ

ট্রাস্ট কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন

কুমিল্লা ও নড়াইলে ক্ষতিগ্রস্থ হিন্দু জনগোষ্ঠীর সাথে মতবিনিময় কালে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, সি. ভাইস-চেয়ারম্যান ও অন্যান্যরা

ট্রাস্ট সচিব ডাঃ দিলীপ কুমার ঘোষ এঁর সাতক্ষীরা পরিদর্শন

সাবেক অর্থমন্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

<u>মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্প:</u>

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রাক-প্রাথমিক, গীতাশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণে, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিতে এবং ঝড়েপড়া রোধ করতে প্রকল্পটির ভূমিকা অনন্য। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সরকারের Vision-২০২১' বাস্তব রূপায়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। প্রকল্পটি ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয়ে গত জুন ২০২১ সালে শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি নতুনভাবে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুমোদিত না হওয়ায় পূর্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা হয়।

প্রকল্পের একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

"সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার" শীর্ষক প্রকল্প;

সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প-এ ২০২১-২২ অর্থসালে মোট ৬৯০৯.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তন্মধ্যে আবর্তক ব্যয় ৪১৯.৮০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ব্যয় হয় ৬৪৯০.১৮ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ১০৯০টি মন্দিরের নির্মাণ কার্য ১০০% সম্পূর্ণ হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় মন্দির নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

“ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প;

শুরু জুলাই ২০২০ খ্রি. এবং সমাপ্তি জুন ২০২৩ খ্রি. প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৯৯.৫৭ লক্ষ টাকা নির্ধারন করে গত ২৯.১১.২০২০ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারির মাধ্যমে এই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে ৪১,২১৬ জন পুরোহিত/সেবাইতকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা :
  - ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে হিন্দু ধর্মীয় পুরোহিত ও সেবাইতদের হিন্দু আইন ও পূজা পদ্ধতি, ভূমি আইন আইসিটি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ, সামাজিক মূল্যবোধ, কৃষি ও বনায়ন, গবাদি পশুপালন এবং খাদ্যপুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪১,২১৬ জনের দক্ষতা ও নেতৃত্বদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
  - ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পুরোহিত দর্পণ ও গীতা বই বিতরণ করা;
  - প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঢাকায় প্রধান কর্যালয়সহ ১৮টি জেলা অফিস প্রতিষ্ঠা করা;
  - পুরোহিত ও সেবাইতদের মাধ্যমে সমাজে নৈতিক শৃঙ্খলা এবং ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে মাদক, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সচেতন করা এবং আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য:

“ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩,৫৬৬ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পুরোহিত প্রশিক্ষণে উপস্থিত পুরোহিতগণ

২০২১-২২ অর্থ-বছরে কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি): নতুন পদ সৃজন করা না হলে ট্রাস্ট সরকারের বর্তমান কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে ব্যার্থ হবে।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হলেন –

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১/আই পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন: ২২৩৩৬৮০৪৫, মোবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯
ই-মেইল: hindutrustbd@ymail.com
proshantok1970@gmail.com

২০২১-২২ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কেউ আবেদন করেনি বিধায় কাউকে কেনো তথ্য তথ্য প্রদান করা হয় নি।